

নিম্নোক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম			
২০৪০			
ক্রমিক নং		২৬৭৭৬	
উপ-কোড		৪	
সং. নং	সং. নং	সং. নং	সং. নং
		৫	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
 গণপূর্ত অধিদপ্তর
 হিসাব শাখা-১
 পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
 www.pwd.gov.bd



জরুরি
 সীমিত

স্মারক নম্বর: ২৫.৩৬.০০০০.২৩১.১৪.১১৯.২০.৬০৪

তারিখ: ৭ আষাঢ়. ১৪৩০

২১ জুন ২০২০

বিষয়: ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযোদ্ধা চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গনহত্যার ব্যবহৃত বধ্যভূমি সমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ।

সূত্র: প্রকল্প পরিচালক.(অঃদাঃ) এর স্মারক নং/২০২১-৬৬৮ তারিখ-১৫ জুন ২০২০ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে বর্ণিত প্রকল্পের কাজে চলতি ২০২২-২০২৩ আর্থিক সালে খরচ করার জন্য মোট ১০.০০ লক্ষ (দশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা নিম্ন বর্ণিত বিভাজন মোতাবেক বরাদ্দ করা হলো।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	উপ-কোড	উপজেলার নাম	গণপূর্ত বিভাগ	নির্মাণাধীন বধ্যভূমি	বরাদ্দকৃত টাকা	গণপূর্ত সার্কেল
০১	৪১১১৩০১ (স্মৃতিসৌধ)	আটঘড়িয়া	পাবনা	লক্ষীপুর বধ্যভূমি	১০.৭৪	পাবনা
মোট=					১০.৭৪	

সূত্রস্থ স্মারকের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক (অঃদাঃ) ও উপসচিব (হিসাব), ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযোদ্ধা চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গনহত্যার ব্যবহৃত বধ্যভূমি সমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক ঢাকা কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত মোট ১০.৭৪ লক্ষ টাকা ১৫৭-মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রকল্প কোড নং ২২৪২৭২৬০০ “১৯৭১ এ মহান মুক্তিযোদ্ধা চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গনহত্যার ব্যবহৃত বধ্যভূমিসহ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প খাতের ২০২২-২০২৩ আর্থিক সালের বাজেট বরাদ্দ হতে সংকুলান করতে হবে। উক্ত অর্থ সকল প্রকার আর্থিক বিধি-বিধান, নিয়মাচার যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ/পালন পূর্বক খরচ করতঃ এ অধিদপ্তরকে অবহিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। উক্ত অর্থ খরচ করার পূর্বে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে :

শর্তসমূহঃ

- প্রত্যাশি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে হবে।
- কাজ সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে প্রত্যাশি সংস্থার নিকট হতে প্রত্যয়ন পত্র প্রাপ্তির পর চূড়ান্ত বিল পরিশোধ যোগ্য।
- বরাদ্দকৃত অর্থ চলতি অর্থ বছরে খরচ করতে হবে এবং খরচের হিসাব অত্র দপ্তরের/প্রত্যাশি সংস্থার নিকট প্রেরণ করতে হবে।
- বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম উদঘাটিত হলে বিল পরিশোধকারী দায়ী থাকবে।
- ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) যথা সময়ের মধ্যে এ দপ্তরের নিকট সমর্পণ করতে হবে।
- মঞ্জুরী পত্রে বর্ণিত সকল শর্ত পালন করতে হবে।
- পৃষ্ঠাংকন পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে হবে।

(Signature)

২১-৬-২০২০